দৈনিক ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
প্রতিষ্ঠাতা ঃ তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

জুলাই ৩০, ২০০৭, সোমবার : শ্রাবণ ১৫, ১৪১৪
আপডেট বাংলাদেশ সময় রাত ১২:০০

সংস্কার : পুলিশ কমিশন কমপ্লেইন কমিশন ও ট্রাইব্যুনাল হচ্ছে

ক্ষমতাসীন সরকার ইচ্ছা করলে

পুলিশকে দলীয় কাজে ব্যবহার

করার সুযোগ পাবে না-আইজিপি

।। আবুল খায়ের ।।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যুগের সঙ্গে তাল দিয়ে পুলিশ প্রশাসন সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে। পুলিশ প্রশাসনকে দক্ষ গতিশীল, জবাবদিহিতা, দলীয় প্রভাবমুক্ত, দুর্নীতি অনিয়মের সঙ্গে জড়িত থাকলে কঠোর ব্যবস্থা ও কর্মোদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক নজর রাখার জন্য জাতীয় পুলিশ কমিশন, পুলিশ কমপ্লেইন কমিশন ও সশস্ত্র বাহিনীর আদলে পুলিশ ট্রাইবুনাল গঠনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পুলিশের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার, জনগণের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে জাতীয় পুলিশ কমিশন, কমপ্লেইন কমিশন ও ট্রাইবুনাল বিশেষ ভূমিকা রাখবে। অপরদিকে পুলিশ সার্ভিসের সার্বিক কার্যক্রমের ওপরও নজর রাখবে। পুলিশের আইজি নূর মোহাম্মদ বলেছেন, জাতীয় পুলিশ কমিশন, কমপ্লেইন কমিশন ও পুলিশ ট্রাইবুনাল গঠিত হলে যে সরকার ক্ষমতা আসবে তাদের পক্ষে পুলিশের ওপর দলীয় প্রভাব ফেলতে সুযোগই থাকবে না। পুলিশের দুর্নীতি, অনিয়ম ও ঘুষ গ্রহণ বন্ধ এবং সঠিক দায়িত্ব পালন নিশ্চিত হবে বলে আইজিপি জানান। এই সংস্কারের মধ্যে পুলিশের শীর্ষ পদের পরিবর্তন আসবে। আইজিপির পদ হবে পুলিশ প্রধান (চীফ অব পুলিশ) এবং অতিরিক্ত আইজিপি হবেন আইজিপি। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে এই সকল সংস্কারের প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়েছে। পুলিশের এই সকল সংস্কার প্রস্তাবসমূহ অনুমোদনের জন্য শীর্ষ প্রশাসনে ইতিমধ্যে প্রেরণ করা হবে।

জাতীয় পুলিশ কমিশন

মোট এগার সদস্যের সমন্বয়ে এই পুলিশ কমিশন গঠিত হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদাধিকারবলে কমিশনের চেয়ারপার্সন হবেন। জাতীয় সংসদের স্পীকার সংসদ নেতা (প্রধানমন্ত্রী) এবং সংসদে বিরোধী দলীয় নেতার সাথে পরামর্শক্রমে সরকারি ও বিরোধী দল থেকে দু'জন করে মোট চার সদস্যকে মনোনীত করবেন। আর চারজন অরাজনৈতিক (যারা স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন) সদস্য নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি। তবে রাষ্ট্রপতি জাতীয় সিলেকশন প্যানেলের সুপারিশকৃত ৬ জনের একটি তালিকা থেকে ঐ চার সদস্যকে নিয়োগ করবেন। এই চার সদস্যের অন্ততঃ একজন থাকবেন মহিলা। কমিশনের অপর দুই সদস্য হবেন স্বরাষ্ট্র সচিব এবং পুলিশ প্রধান। সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সদস্যদের নিয়োগ দেয়া

বন্দর নগরী
স্বাস্থ্য পরিচর্যা
ক্যাম্পাস

হবে। যখন পার্লামেন্ট থাকবে না, তখন স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশ প্রধান ও চার স্বতন্ত্র সদস্যের সমন্বয়ে জাতীয় পুলিশ কমিশন গঠিত হবে।

স্বতন্ত্র সদস্যদের মনোনীত করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তিন সদস্যের সিলেকশন প্যানেল গঠিত হবে। এই প্যানেলের অপর দুই সদস্য হবেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল। সম্পূর্ণ মতৈক্যের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র সদস্যদের বাছাই করবেন তারা। তাদের এই বাছাই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। বাছাই শেষে নামগুলো রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেবেন তারা। কমিশন প্রদত্ত কতগুলো সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার মাপকাঠিতে স্বতন্ত্র সদস্যরা মনোনয়নের যোগ্য বিবেচিত হবেন।

জানা গেছে, পুলিশ প্রধান পদে নিয়োগের জন্য কমিশন তিনজন পুলিশ কর্মকর্তার একটি তালিকা সরকারের কাছে পেশ করবে। অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারেও কমিশন সুপারিশ করবে। দু'বছরের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষের আগেই পুলিশ প্রধান আরো অন্য কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি করার ব্যাপারেও কমিশন সুপারিশ করতে পারবে। তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

জাতীয় পুলিশ কমিশন বিভিন্ন পুলিশ ইউনিটের তৈরী প্রস্তাব বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা, তা দেখবে। প্রতি বছর ঐ সমস্ত ইউনিট প্রধানকে কমিশনের কাছে সাধারণ রিপোর্ট পেশ করতে হবে। কমিশনও সরকার ও পার্লামেন্টের কাছে বার্ষিক রিপোর্ট জমা দিবে। ঐ রিপোর্টে পুলিশ ইউনিটগুলোর কার্যক্রমের বিবরণ, সাধারণ আইন শৃংখলা পরিস্থিতির চিত্র, পুলিশের আইন ও বিধিমালার আধুনিকীকরণ অথবা সংস্কারের সুপারিশ এবং সরকারের কাছে তাদের বিভিন্ন সুপারিশ থাকবে। পুলিশ বিভাগের বর্তমান পুলিশ রিসার্চ বুরো জাতীয় পুলিশ কমিশনের সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে বলে জানা গেছে।

কমপ্লেইন কমিশন

পুলিশ কমপ্লেইন কমিশন হবে ৫ সদস্যের কমিটি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কিংবা সমাজের গণ্যমান্য গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি এই কমিশনের চেয়ারম্যান হবেন। স্বরাষ্ট্র সচিব, আইজিপি, অতিরিক্ত আইজিপি, অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও সিভিল সোসাইটির ২ জন সদস্য থাকবেন। এর মধ্যে একজন মহিলাকে নিযুক্ত করা হবে। পুলিশের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম, হয়রানি, ঘুষ গ্রহণ ও সঠিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ কমিশনে আসার পর দ্রুত খোঁজ-খবর নিয়ে জড়িত পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অভিযোগ দিয়ে কোন ব্যক্তিকে মাসের পর মাস অপেক্ষায় থাকতে হবে না।

ট্রাইবুন্যাল

পুলিশ ট্রাইব্যুনালে তিন সদস্যের কমিটি থাকবে। এই ট্রাইব্যুনালের চাকরিচ্যুত করার রায়ের পর আর কোন আদালতে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। পুলিশের দুর্নীতি অনিয়ম, ঘুষ গ্রহণ ও মামলার তদন্তে কিংবা সঠিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ উক্ত ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি করা হবে। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য আনীত অভিযোগগুলোর যাচাই-বাছাই করে ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করবেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বিগত কয়েক দশকের ক্রম অবনতিশীল পুলিশের মর্যাদা ও

ভাবমূর্তিকে ফিরিয়ে আনাই এই কমিশন ও ট্রাইব্যুনাল গঠনের মূল্য লক্ষ্য। জনগণের আকাংখা ও আস্থার সাথে পুলিশের কর্মকাণ্ডের সুসমন্বয় ঘটিয়ে এই লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালাবে কমিশন। এই সকল কমিশন ও ট্রাইব্যুনাল গঠন পুলিশ প্রশাসনের নানামুখী অনিয়ম ও অভিযোগ সম্পর্কে জনমনে যে সন্দেহ ও আস্থার সংকট বিরাজ করছে, তা নিরসনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেছে সূত্রটি।

আগের সংবাদ পরের সংবাদ

প্রিন্ট ই-মেইল হেল্প টিপস্

বাংলা দেখা না গেলে বা ফন্ট সম্পর্কিত সমস্যার জন্য এখানে ক্লিক করুন

The Daily Ittefaq - Established: 24th December, 1953.
Privacy Policy | Feedback | Contact Us
সম্পাদক ঃ আনোয়ার হোসেন। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ রাহাত খান। ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিমিটেড-এর পক্ষে আনোয়ার হোসেন কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, ১নং রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ঃ পিএবিএক্স-৭১২২৬৬০। ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭১২২৬৫১-৫৩।